দৈনিক সংবাদ

APR. 29 2002
তারিখ ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৩.....

# শ্যামগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা প্রতিবাদ করায় ছাত্রদল নেতা সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার

শ্যামগঞ্জ (নেত্রকোনা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ময়মনসিংহে জেলাধীন গৌরীপুর উপজেলার শ্যামগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ১৩ই এপ্রিল একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুসলিম উদ্দিনের ছেলে মানিক (২৫) ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় গত ১৫ই এপ্রিল রাতে মাসুদ সরকার নামে এক ছাত্রদল নেতার ওপর বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়। উভয় ঘটনায় গৌরীপুর থানায় দু'টি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, গত ১৩ই এপ্রিল শ্যামগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে (নাম লেখা হলো না) সকাল ১১টার পর বাড়ি ফেরার সময় একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুসলিম উদ্দিনের ছেলে মানিক ফুসলিয়ে পোস্ট অফিস সংলগ্ন একটি ঘরে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। বিষয়টি স্থানীয় লোকজন টের পেয়ে ছাত্রীকে উদ্ধার করে। বিষয়টি মীমাংসার জন্য বেশ কয়েকবার দেন- দরবার হয়।

অবশেষে গত ১৭ই এপ্রিল ছাত্রীর পিতা বাদি হয়ে গৌরীপুর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (বিশেষ বিধান) আইনের ১০(২) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। ২০শে এপ্রিল পুলিশ মানিককে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করলে বিজ্ঞ হাকিম তাকে জেল-হাজতে প্রেরণ করেন।

এদিকে গত ১৫ই এপ্রিল রাতে শ্যামগঞ্জের হাফেজ জিয়াউর রহমান কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ সরকার (২২) কতিপয় সন্ত্রাসীর ধারাল অস্ত্রের আঘাতে মারাত্মক আহত হয়। তার পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায়, ওই ছাত্রনেতা মানিক কর্তৃক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার প্রতিবাদ করেছিল। এ কারণে সন্ত্রাসীরা মাসুদকে শ্যামগঞ্জ বাজারের গদিঘর থেকে ডেকে নিয়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মারাত্মক আহত করে ফেলে রেখে যায়। সে বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে মানিক ও তার ভাই কনকসহ অজ্ঞাতপরিচয় ৭ জনের বিরুদ্ধে গৌরীপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গৌরীপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. দেলোয়ার হোসেন গত ২২শে এপ্রিল উভয় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এলাকায় বর্তমানে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।